



106480 - রমজান মাসেরে ফজলিত সম্পর্কে সালমান (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিসটি যয়ীফ (দুবল)

প্রশ্ন

এই অঞ্চলে এক মসজিদে জনকৈ খতবি তাঁর খোতবার মধ্যে সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। সে হাদিসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসেরে শেষে তাঁদের উদ্দেশ্যে খোতবা দিয়েছিলেন...। জনকৈ ভাই প্রকাশ্যে মানুষের সামনে ইমাম সাহবেরে পশেকৃত হাদিসেরে বরোধিতা করে বলেন যে, সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এ হাদিসটি মাওজু বা বানয়োয়াট। অনুরূপভাবে “যে ব্যক্তি কোনে রোজাদারকে পটে ভরে খাওয়ায় আল্লাহ তাকে আমার হাউজে কাউছার থেকে এক ঢোক পানি পান করাবনে। যার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশে করা পর্যন্ত আর পিপাসার্ত হবে না।” অনুরূপভাবে “যে ব্যক্তি তার কৃতদাসেরে কাজকে সহজ করে দবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দবনে এবং জাহান্নামেরে আগুন থেকে তাকে মুক্তি দবনে।” সেই ভাই বলেন: “এই কথাগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর মথিয়া আরোপকৃত। আর যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর মথিয়া আরোপ করে সে যেনে স্বীয় স্থান জাহান্নামে নরিধারণ করে নিয়ে...”। এই হাদিসটি কি সহীহ; নাকি সহীহ নয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত এ হাদিসটি ইবনে খুয়াইমা তাঁর “সহীহ” নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: “রমজান মাসেরে ফযলিত শীর্ষক পরচ্ছদে; যদি এ হাদিসটি সহীহ সাব্যস্ত হয়”। এরপর তিনি বলেন: আমাদের নকিট আলী ইবনে হুজর আল-সাদী হাদিস বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন: আমাদের নকিট ইউসুফ ইবনে যয়াদ হাদিস বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন: আমাদের নকিট হুমাম ইবনে ইয়াহইয়া হাদিস বর্ণনা করেছেন আলী বনি যায়দি বনি জাদআন হতে; তিনি সাঈদ ইবনে আল-মুসাইয়যবি হতে, তিনি সালমান (রাঃ) হতে; তিনি বলেন:

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال : (أيها الناس ، قد أظلمكم شهر عظيم ، شهر مبارك ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، جعل الله صيامه فريضة ، وقيام ليله تطوعاً ، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ، وهو شهر الصبر ، والصبر ثوابه الجنة ، وشهر المواساة ، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن ، من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه ، وعتق رقبته من النار ، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قالوا : ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم ، فقال : يعطي الله هذا الثواب من فطر صائماً على تمر أو شربة ماء أو مذقة لبن ، وهو شهر أوله رحمة ، وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار ، من خفف عن مملوكه

غفر الله له ، وأعتقه من النار ، فاستكثروا فيه من أربع خصال : خصلتين ترضون بهما ربكم ، وخصلتين لا غنى بكم عنهما :
فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : فشهادة أن لا إله إلا الله ، وتستغفرونه ، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما : فتسألون
الله الجنة ، وتعوذون به من النار ، ومن أشبع فيه صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا يظماً حتى يدخل الجنة

একবার শাবান মাসের শেষে দিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে খোতবা (ভাষণ) দলিলে।
খোতবা দিতে গিয়ে তিনি বলেন: “হে লোকেরো! আপনাদের নিকট এক মহান মাস হাজরি হয়েছে। এক বরকতময় মাস এসছে।
এ মাসে এমন এক রাত আছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ মাসে সিয়াম পালন করা আল্লাহ ফরজ (আবশ্যকীয়) করছেন
এবং এ মাসের রাতের কিয়াম (নামায আদায়) করা নফল (ফজলিতপূর্ণ) করছেন। এ মাসে যে কোন একটি (নফল) ভালো কাজ
করা অন্য মাসে একটি ফরজ কাজ করার সমান। আর এ মাসে কোন একটি ফরজ আমল করা অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ
আমল করার সমান। এটি হিল- ধরৈয়যের মাস; ধরৈয়যের প্রতদিন হচ্ছ- জান্নাত। এটি হিল- সহানুভূতির মাস। এটি এমন এক
মাস যাতো একজন মুমনিরে রযিকি বৃদ্ধি পায়। এ মাসে যে ব্যক্তি কোন একজন রোজাদারকে ইফতার করাবে তার সমূহ গুনাহ
মাফ করে দয়্যো হব, সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে এবং তাকে সেই রোজাদারের সমান সওয়াব দয়্যো হব;
কিন্তু রোজাদারের সওয়াব কে কোন কমত করা হব না। তাঁরা বললেন- আমাদের মধ্যে সবার তো একজন রোজাদারকে ইফতার
করানোর মত সামর্থ্য নহে। তিনি বললেন: কোন ব্যক্তি যদি একজন রোজাদারকে একটি খজুর অথবা এক ঢোক পানি
অথবা এক চুমুক দুধ দয়্যেও ইফতার করায় আল্লাহ তাকে এই সওয়াব দবিনে। এটি এমন মাস এর প্রথম ভাগে রহমত,
দ্বিতীয় ভাগে মাগফরাত এবং শেষে ভাগে রয়েছে জাহান্নাম হতে নাজাত। আর যে ব্যক্তি তার কৃতদাসের দায়িত্ব সহজ করে
দবিনে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দবিনে এবং জাহান্নাম থেকে তাকে মুক্তি দবিনে। সুতরাং এ মাসে আপনারা চারটি কাজ বর্শে
করে করুন। দুটি হিল যা দয়্যে আপনারা আপনাদের রব্বকে সন্তুষ্ট করবেন। আর দুটি কাজ এমন যা আপনাদের না করলেই
নয়। যে দুটি কাজ দ্বারা আপনারা আপনাদের রব্বকে সন্তুষ্ট করবেন: (১) এ বলতে সাক্ষ্য দয়্যে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য
কোন ইলাহ (উপাস্য) নহে এবং (২) তাঁর কাছে ইসতগিফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আর যে দুটো কাজ আপনাদের না
করলেই নয় (৩) আপনারা আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করবেন এবং (৪) জাহান্নামের আগুন থেকে তাঁর কাছে আশ্রয়
প্রার্থনা করবেন। আর এই মাসে যে ব্যক্তি একজন রোজাদারকে পটে ভরে খাওয়াবে আল্লাহ তাঁকে আমার হাউজ থেকে এক
ঢোক পানি পান করাবেন যার ফলে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশে করা পর্যন্ত আর পিপাসার্ত হব না।”

উল্লেখিত হাদিসের সনদে একজন রাবী হচ্ছন- আলী বনি যায়দে বনি জাদআন। তিনি একজন যয়ীফ বা দুর্বল রাবী। যহেতু
তার মুখস্থশক্তি দুর্বল ছিল।

হাদিসটির সনদে আরও একজন রাবী হচ্ছন- ইউসুফ বনি যায়দ আল-বসরী। তিনি “মুনকারুল হাদিসি”।

হাদিসটির সনদে আরও একজন রাবী হচ্ছন- হুমাম বনি ইয়াহইয়া বনি দীনার আল-আউদী। তার সম্পর্কে ইবনে হাজার ‘আত-
তাক্বরীব’ গ্রন্থে বলছেন: ثقة ربما وهم (তিনি ছিকাহ, তবে কখনো কখনো ভুল করেন)। [“ছিকাহ” পরভিষাটির মাধ্যমে



মুখস্তশক্তি ও দ্বীনদারি দুটো বিষয়ে স্বীকৃতি দয়ো হয়]

এই পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে বলা যায়, এ সনদে হাদীসটি মথিযা বা বানোয়াট নয়; তবে যয়ীফ বা দুর্বল। এটি দুর্বল হলেও রমজানের ফযলিত বিষয়ক সহীহ হাদসি তে যথেষ্ট রয়েছে।

আল্লাহই তাওফকি দাতা। আমাদরে নবীর পরতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবায়ে কেরোমরে পরতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।” সমাপ্ত।

গবষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটি

শাইখ আব্দুল আযযি বনি আব্দুল্লাহ ইবনে বায্। শাইখ আব্দুর রায্যাক আফীফি, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি গুদাইইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি কুউদ।

ফাতাওয়াল্ লাজনাহ আদদায়মি (ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র) (১০/৮৪-৮৬)]